মুজিবনগরে জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহের উদ্বোধন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ- ২০২৩ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার সকাল সাড়ে ১১ টায় উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: আসাদুজ্জামান এর অফিস কক্ষে এই উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়।

মুজিবনগর উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সভাপতি উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর প্রতিনিধি উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি)নাজমুস সাদাত এর সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আসাদুজ্জামান, মহিলা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুন, উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ আলাউদ্দিন, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্ত ডা:হারিসুল আবিদ, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের ডা: খন্দকার সানজিদা আক্তার, উপজেলা কৃষি অফিসের প্রতিনিধি মিজানুর রহমান, উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তার প্রতিনিধি ফজলুল হক, ইম্প্যাক্ট মুজিবনগর প্রতিনিধি সোহেল আহমেদ, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শেখ শফিউদ্দিন, প্রেসক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদক হাসান মোস্তাফিজুর রহমান।

পুষ্টি সপ্তাহ উপলক্ষে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় এর মধ্যে আছে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে চিত্রাঙ্গন প্রতিযোগিতা উপস্থিত বক্তৃতা বিভিন্ন এতিমখানাতে পুষ্টিকর খাবার বিতরণ এবং মহিলাদের কে নিয়ে পুষ্টি বিষয়ে আলোচনা সভা।

মেহেরপুরে মাদক সেবনকারীর ১৫

দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড

হেরোইন সেবনের অভিযোগে মোঃ জহুরুল ইসলাম (৪২) নামের এক মাদকসেবনকারীকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান হয়েছে।

দণ্ডিত জহুরুল ইসলাম মেহেরপুর শহরের পোষ্ট অফিসপাড়া এলাকার মিয়ারুল ইসলামের ছেলে।

আজ বুধবার (৭ জুন) দুপুরের দিকে মেহেরপুর জেলা শহরের স্টেডিয়াম পাড়া এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে এই রায় দেন জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোছা: রনী খাতুন।

জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোছা: রনী খাতুন বলেন, নিজের দোষ স্বীকার করলে ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬ (৫) ধারায় মাদক সেবনকারী জহুরুল ইসলামকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

এর আগে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একজন উপপরিদর্শক ভ্রাম্যমান আদালতে প্রসিকিউশন দাখিল করেন। অভিযোগ আমলে নিয়ে অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি নেওয়ার পর তাকে কারাদণ্ড দেন।

দণ্ডিত জহুরুল ইসলামকে মেহেরপুর জেলা কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুরে প্রচণ্ড দাবাদাহে চাষাবাদে পানির হাহাকার

বাড়ি থেকে শুরু করে চাষাবাদে পানির জন্য হাহাকার শুরু হয়েছে। পৌরবাসী লাইনে পানি পাচ্ছেনা, মাঠে সেচযন্ত্রে পানি উঠছেনা। ছাদবাগানে তাপে গাছ মারা যাচ্ছে। ওপরবৃষ্টি ছাড়া পরিস্থিতি মোকাবেলা করা সম্ভব নয় এমন অভিমত সব শ্রেণির মানুষেরই। এক ঠিলি পানি তুলতে নলকূপ চাপতে চাপতে হয়রান হয়ে পড়ছে মানুষ। বাড়ির নলকূপ নতুন করে গভির করে বসিয়েও পানি পাওয়া যাচ্ছেনা।

গ্রীষ্মের শুরু থেকেই বিভিন্ন বাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নলকূপে পানি না উঠায় হাজার হাজার মানুষ ও শিক্ষার্থীরা সুপেয় পানির সংকটে পড়েছেন। পাশাপাশি চলতি সেচনির্ভর আবাদে সেচ যন্ত্রে পানি কম উঠায় জমি সেচ দিতে দীর্ঘক্ষণ সময় লাগছে এবং সেচ খরচও বাড়ছে। কৃষকেরা সংকট মোকাবেলায় বাধ্য হয়ে রাত জেগে সেচযন্ত্র চালিয়ে পানি দিয়ে ফসল রক্ষার চেষ্টা করছেন।

মেহেরপুর পৌর পানিশাখা সুত্রে জানাগেছে- পৌর এলাকায় ৫ হাজার গ্রাহক রয়েছে। পানির চাহিদা ১২ হাজার ঘনমিটার। বর্তমানে পানি সরবরাহ হচ্ছে ৩৫০০ ঘণমিটার। যা ১৫শ গ্রাহকের চাহিদা মেটাতে পারে। ফলে রেশনিং পদ্ধতিতে পানি সরবরাহ করতে হচ্ছে। মাইকিং করে পৌরবাসীর কাছে সাময়িক সমস্যার কারণে দুঃখ প্রকাশও করেছে পৌর কর্তৃপক্ষ। এদিকে পানির দুরাবস্থার কারণে জারভর্তি পানির দামও বাড়িয়ে দিয়েছে পানি ব্যবসায়ীরা। মেহেরপুর শহরে ২০ লিটারের ড্রিংকিং ওয়াটারের একজার পানি এতদিন বিক্রি হয়েছে ২৫ টাকায়। পানি সংকটে উৎপাদন খরচ বেড়ে গেছে দাবিতে বর্তমানে প্রতিজার পানির দাম নেয়া হচ্ছে ৩৫ টাকা।

কৃষি নির্ভর মেহেরপুর জেলায় ৫৮ হাজার ৫শ হেক্টর জমিতে সেচনির্ভর চাষাবাদ হচ্ছে। চাষাবাদে ৪৬ হাজার সেচ পাম্প রয়েছে। সেচযন্ত্রে যে পরিমান পানি উঠছে তাতে চাষাবাদ করা কঠিন বলে কৃষকরা জানান। একবিঘা জমিতে যেখানে তিনঘন্টায় সেচ দেয়া যায়। সেখানে ছয় থেকে সাত ঘন্টা সময়ে সেচ দিতে হচ্ছে। সেচ দিয়েও জমিতে পানি ধরে রাখা যাচ্ছেনা। পরদিন ফের সেচ দিতে হচ্ছে। কারণ তাপদাহে আবাদি জমি শুকিয়ে যাচ্ছে।

মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর উপজেলার কয়েকটি ইউনিয়নে ঘুরে দেখা গেছে, বেশিরভাগ এলাকায় অগভীর নলকূপে পানি উঠা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে। এ উপজেলার প্রতি ১০টি নলকুপের মধ্যে ৫টিই অকেজো হয়েছে। খাবার পানি, গোসলের ও গৃহস্থলীর কাজের জন্য পানির তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। উপজেলার পুকুর ও জলাশয় শুকিয়ে যাওয়ায় উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে বিশুদ্ধ পানির জন্য হাহাকার শুরু হয়েছে।

সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের বাজিতপুর গ্রামের রমজান আলী বলেন, পানির সংকটে আমরা কোন কাজই ঠিকমত করতে পারছি না। খাওয়ার পানি সংকটে সেই সাথে অসহনীয় তাপদাহে দিশেহারা হয়ে পড়েছি। একই গ্রামের সফুরা খাতুন বলেন, টিউবওয়েলে পানি ওঠা বন্ধ হয়ে গেছে। বাধ্য হয়ে আবাদি জমিতে সেচের গভির নলকূপ থেকে পানি সংগ্রহ করতে

হচ্ছে। সুর মিলিয়ে শেফালি খাতুন বলেন, পরের বাড়ি ক‘বারই বা যাওয়া যায়। বার বার পানি আনতে যাওয়াতে কথাও শুনতে হচ্ছে।

একই ইউনিয়নের শালিকা গ্রামের মজিদ বলেন, ৭ ফুট নিচে মাটি খুড়ে পাম্প বসিয়েছি। এতে মোটমুটি পানি উঠছে। তবে দু-একদিন এমন তাপদাহ থাকলে আর হয়তো পানি পাবো না।

মেহেরপুর জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অফিসের নির্বাহী প্রকৌশলী মোহাম্মদ মোসলেহ উদ্দীন জানান, পরিবেশগত নানা কারণে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণত পানির স্তর গড়ে ৪০ থেকে ৭০ ফুট গভীরে। বেশিরভাগ এলাকায় এ স্তরে পৌঁছালেই পানি পাওয়ার কথা। কিন্তু বেশিরভাগ এলাকায় অস্বাভাবিকভাবে নীচে নেমে যাওয়ায় এ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টিপাত হলেই পানির স্তর স্বাভাবিক হবে।

মেহেরপুরে ১ ও ৩ বছরের সাজাপ্রাপ্ত গ্রেফতার

মুজিবনগর থানায় মাদক মামলায় ৩ বছরের ও সদর থানায় ১ বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতাক আসামিকে গ্রেফতার করেছে।

এরা হলেন, মুজিবনগরের দারিয়াপুর গ্রামের আবু তাহেরের ছেলে আব্দুল হালিম ও সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামের আফছার আলীর ছেলে আব্দুল হামিদ।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল বলেন, একটি মাদক মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর নং ৬/২০ এর ৩ বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি আব্দুল হালিমকে এএসআই আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে।

অপরদিকে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, মাদক মামলায় ১ বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর নং ৫৭২/০৯ আসামি আব্দুল হামিদকে তার বাড়িতে এসআই শাহাজামালের নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা

হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে পৃথক সময়ে পুলিশ গোপন সংবাদে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃতদের আজ বুধবার (৭ জুন) দুপুরের দিকে মেহেরপুর আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে বিভিন্ন মামলায় গ্রেফতার-১৪

মেহেরপুর পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলায় ১৪ জন গ্রেফতার হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশ ৬ জন, সদর থানা পুলিশ ৭ জন ও মুজিবনগর থানা পুলিশ ১ জনকে গ্রেফতার করেছে।

গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতভর থেকে আজ বুধবার ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামিদের গ্রেফতার করা হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম, ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে সদর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলার ৫ ও সিআর মামলায় ২ আসামি, গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর ও সিআর মামলার ৬ জন ও সদর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ১ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। গ্রেফতারকৃতদের আজ বুধবার (৭ জুন) দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে

মেহেরপুরে দেশীয় প্রজাতির মুরগি পালন করে সাবলম্বী হচ্ছেন নারীরা

মেহেরপুরে সল্প বিনিয়োগ ও অল্প সময়ে দেশি জাতের মুরগি পালন করে সাবলম্বি হচ্ছেন নারীরা। পরিবারের পুষ্টির চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টির অন্যতম মাধ্যম দেশি প্রজাতির মুরগি পালন। সহজ ব্যাবস্থাপনা ও ভালো বাজার দরের কারণে দেশি মুরগী পালন জেলার বিভিন্ন গ্রামের নারীদের সৌখিন ও পছন্দের পেশায় পরিনত হয়েছে। এতে একদিকে যেমন পরিবারের মাংসের চাহিদা পুরুণ হচ্ছে অন্যদিকে বাড়তি আয়ের উৎস বলেও মনে করছেন গৃহিনীরা।

নারীদের পাশাপাশি বেকার যুবকেরাও এগিয়ে আসছে দেশীয় জাতের মুরগি পালনে। খামারী পর্যায়ে দেশি জাতের মুরগি পালন করে গ্রামের নারীদের সাবলম্বি করতে আর্থিক সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন । অনেকেই বাণিজ্যিক ভাবে পালন করেও লাভবান হচ্ছে। কারিগরি সহযোগিতায় কাজ করছে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি নামের বেসরকারি সংস্থা।

জানা গেছে সারা দেশে সমন্বিত কৃষি ইউনিট ভুক্ত প্রাণিসম্পদ খাতের সমৃদ্ধির লক্ষ্যে পিকেএসএফ ২০১৩-২০১৪ অর্থবছর থেকে দেশীয় প্রজাতির মুরগী পালন প্রকল্পটি চালু করে। মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)। কর্মসূচির আওতায় গাংনী উপজেলাতে খামারীদের বিশেষ আবাসন নিশ্চিত করে দেশি মুরগি পালন বিষয়ক ১১৫ টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করে।

এছাড়াও খামারিদের মাঝে দেশি মুরগি পালনের প্রয়োজনীয় উপকরণ বিতরণের পাশাপাশি খামারিদের দেশি মুরগি পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, খামার দিবস, পরামর্শ কেন্দ্র এবং ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প

বাস্তবায়নসহ বিভিন্ন সেবামূলক কাজ করে যাচ্ছে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)।

গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রাামের দেশি মুরগির খামারি মোছা: রেহেনা খাতুন জানান, তার স্বামী একজন গার্মেন্টস কর্মি। তিনি বাড়িতে বসে অলস সময় পার করছিলেন। পরে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যান সমিতির সহায়তায় দেশীয় প্রজাতির মুরগি পালন শুরু করেন। প্রথমে ১০টি দেশীয় জাতের মুরগির বাচচা দিয়ে খামার শুরু করেছিলেন। এখন তাম খামােও প্রায় দুই শতাধিক বড় মুরগি রয়েছে। পরিবারের মাংসের চাহিদা পরুণ করেও প্রতিমাসে প্রায় ১০ হাজার থেকে ১২ হাজার টাকার মুরগি বিক্রি করেন সংসারের সচ্ছলতা এনছেন। প্রতিবেশিদেও কাছে তিনি এখন মুনগি বিক্রি করেন সাড়ে ৫০০ টাকা থেকে ৬০০ টাকা কেজি।

গাংনীর গাড়াডোব গ্রামের ফরিদুলের স্ত্রী সুরাইয়া খাতুন জানান, গতানুগতিক সনাতন পদ্ধতিতে দেশি মুরগি পালন করে তিনি আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারছিলেন না; সনাতন পদ্ধতিতে বাচ্চা মৃতের হার অনেক বেশি। ব্রুডিং (৭-১০ দিন বয়সী মুরগির বাচ্চাকে তাপ প্রদান করা) ঠিকঠাক না হওয়ায় বাচ্চার শারীরিক বৃদ্ধি ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পেত। এছাড়া বিভিন্ন সংক্রামক রোগ লেগেই থাকত। বিভিন্ন শিকারী প্রাণির আক্রমণে মুরগির বাচ্চা মৃত্যুর হার ছিল অনেক বেশি। বিশেষ আবাসন নিশ্চিত করে দেশি মুরগির বাচ্চা লালন পালন করায় এবং রোগ প্রতিরোধে সময়মত টিকা প্রদান নিশ্চিত করায় মুরগির বাচ্চা মৃত্যুর হার নেমে এসেছে প্রায় শূণ্যের কোঠায়। এখন তার খামারে দেড় শতাধিক দেশীয় জাতের মুরগি রয়েছে।

তেরাইল গ্রামের গৃহবধু কাজলী জানান, পলাশীপাড়া সমাজ কল্যান সমিতির মাঠ কর্মিও পরামর্শে এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের আর্থিসহায়তা হিসেবে আমাকে একটি সুন্দর মুরগির ঘর প্রদান করেছে। মুরগি পালনের জন্য দিয়েছে অন্যান্য অনুসঙ্গ। সঠিক পরিচর্যা প্রয়োজনীয় খাবার সরবরাহ করার ফলে মুরগির দৈহিক বৃদ্ধি ও ডিম প্রদানের হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

সংস্থার প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা জানান,এই পদ্ধতিতে মুরগির মাধ্যমে ডিম ফুটানোর ক্ষেত্রে ডিমগুলো বিশেষ এক ধরণের হাজল বা ডিম ফুটানোর পাত্রে বসানো হয়। ফলে ডিমে তাপ দেবার সময় মা মুরগি খাবার ও পানি খাওয়ার জন্য ডিম থেকে উঠে যাবার প্রয়োজন হয় না। কারণ খাবারের পাত্র ও পানি মুরগির সামনেই রাখা থাকে। ফলে মা মুরগি যথাযথভাবে ডিমে তা দিতে পারে এতে ডিম ফুটে বাচ্চা উৎপাদনের

মেহেরপুর জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মোঃ সাঈদুর রহমান জানান, জেলায় মাংসের চাহিদা ও পুষ্ঠিগুন বিবেচনায় দেশি মুরগির চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে । জেলায় ব্রয়লার ও লেয়ারের খামার থাকলেও দেশি মুরগির খামার তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। তাই দেশিও মুরগির জাত উন্নয়ন ও বাজারের চাহিদা বিবেচনা করে প্রান্তিক পর্যায়ে দেশি মুরগির খামার আরও বৃদ্ধি করা উচিৎ। সরকারি সহায়তার পাশাপাশি সরকারের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) গুলোও প্রাণীসম্পদ উন্নয়নে নানা কর্মকান্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে দেশের প্রাণীসম্পদ উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি এনজিও গুলোরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলেও জানান তিনি ।

আজকের শিশু শুধু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ নয়, তারা অমুল্য বর্তমান – জেলা প্রশাসক আজিজুল ইসলাম

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম বলেছেন, আজকের শিশু শুধু আগামী দিনেরর ভবিষ্যৎ নয়, তারা অমুল্য বর্তমান। একজন শিশুর মধ্যে যে প্রতিভা ও সম্ভাবনা লুকায়িত আছে, তার মধ্যেই আমাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা আছে।

আজ মঙ্গলবার বেলা ১১ টার সময় মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে বাংলাদেশ শিশু একাডেমির উদ্যোগ জেলা পর্যায়ে সাংস্কৃতিক উৎসব ২০২৩ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন উপলক্ষে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম এসব কথা বলেন।

মেহেরপুর জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তার আয়ূব হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক সাইদুর রহমান ও মেহেরপুর সাহিত্য পরিষদের সভাপতি নুরুল আহমেদ।

মেহেপুর জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুনের সঞ্চালনায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা সমবায় অফিসার ও গাংনী উপজেলা শিল্পকলা একাডেমির প্রতিনিধি মাহাবুবুল হক মন্টু।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম আরও বলেন, বীজ ভাল না হলে ফল ভাল হবে না। একজন শিশুর মধ্যে যে সম্ভাবনা লুকায়িত আছে, তার মধ্যে আমাদের ভবিষ্যৎ রচনা হবে। শিশুরা শুধু ভবিষ্যাতে নয়, তারা বর্তমানেও অনেক বড় মুল্যবান। তাই আমরা শিশুদের বর্তমানকেও গুরুত্ব দিতে চাই।

শিশুদের উদ্যেশ্যে জেলা প্রশাসক বলেন প্রথম হওয়ার জন্য নয়, প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করলে নিজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, দৃঢ়তা আর সাহষ বাড়ে।তাই প্রতিযোগীতায় অংশ নিতে হবে। তিনি আরোও বলেন, শিশুদের শুধু আগামী দিনের ভবিষ্যত বললে কম বলা হয়, তাদের বর্তমান সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা হয়। তারা শুধু আগামী দিনের ভবিষ্যত নয়, অমূল্য বর্তমানও।

জেলা পর্যায়ে সাংস্কৃতিক উৎসব ২০২৩ এ মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলা শিল্পকলা একাডেমি, মুজিবনগর উপজেলা শিল্পকলা একাডেমি, মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ও মেহেরপুর জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজের শিল্পীরা সংগীত, কবিতা আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশন করেন।

চিৎলা জাগরণী ক্লাবকে ট্রাইবেকারে হারিয়ে গোলাম রহমান স্মৃতি সংঘ দ্বিতীয় রাউন্ডে

মেহেরপুর প্রতিদিন ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৩ এর চতুর্থ দিনের খেলায় গাংনীর চিৎলা জাগরণী ক্লাবকে ট্রাইবেকারে ৭-৬ গোলে হারিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে গোলাম রহমান স্মৃতি

সংঘ।

উত্তেজনাপূর্ণ খেলাটিতে প্রথম অর্ধের ৫ মিনিটের সময় গোলাম রহমান স্মৃতি সংঘের খেলোয়াড় সাব্বির হোসেন দৃষ্টিনন্দন গোল করে দলকে এগিয়ে নেন। এরপর ২৫ মিনিটের সময় গোলাম রহমান স্মৃতি সংঘের খেলোয়াড় ডি বক্সের মধ্যে হ্যান্ড করায় পেনাল্টি পেয়ে গোলটি শোধ করে চিৎলা জাগরণী ক্লাব। খেলায় দু দলই একাধিক সুযোগ পেলেও কোনো গোলের দেখা পায়নি।

অবশেষে সরাসরি ট্রাইবেকারে গড়ায় দু দলই। দু দলকে প্রথম ৫ টি করে বল দেওয়া হয়। সেখানেও ৫ টি করে গোল করে দু দল। পরে আরো একটি করে বল দেওয়া হয় সেখানেও ব্যার্থ হয় দুই দল। পেনাল্টির ৩য় দফায় গোলাম রহমান এক গোলে এগিয়ে থেকে জয়ের মালা ছিনিয়ে নেয়। অবেশেষে খেলায় বিচারকদের দৃষ্টিতে সেরা খেলোয়াড়ের হিসেবে নির্বাচিত হন গোলাম রহমান স্মৃতি সংঘের ফরোয়ার্ড সাব্বির। তার হাতে সেরা খেলোয়াড়ের পুরুস্কার তুলে দেন মেহেরপুর প্রতিদিন ফুটবল টুর্নামেন্টের পরিচালনা কমিটির সভাপতি এমদাদুল হক ও সদস্য মাহবুব হাসান ডালিম।

এসময় মেহেরপুর ফুটবল টুর্নামেন্টের আহবায়ক সাবেক কৃতি ফুটবলার এমদাদুল হক, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, খেলা পরিচালনা কমিটির নির্বাহী সদস্য মাসুদ করিম ধলস, শামীম জাহাঙ্গীর সেন্টু, সেলিম রেজা, হাসানুজ্জামান বাবু, জাহাঙ্গীর আলম, শামসুজ্জামান শামীম, মাহাবুব হাসান ডালিম ।

রেফারি হিসেবে মাঠে খেলা পরিচালনা করেন ঝিনাইদহ থেকে আসা রবিউল ইসলাম। তাকে সহযোগীতা করেন গাংনীর আব্বাছ আলী ও মুজিবনগরের সোহেল আহম্মেদ। চতুর্থ রেফারি হিসেবে ছিলেন টুটুল রহমান। উত্তেজনাপূর্ণ খেলাটি দেখতে এলাকার ফুটবল প্রেমি দর্শকরা উপস্থিত ছিলেন।

আগামী ৮ জুন পঞ্চম ম্যাচে একই মাঠে সদর উপজেলার কোলা ইলেভেন স্টার ক্লাব ও ফাস্ট ক্যাপিট্যাল অব বাংলাদেশ (এফসিবি) লড়াই করবে।

দুটি ভিন্ন গ্রামে একই নামে দুটি বিদ্যালয়

গাংনীতে একই নামে দুটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় নিয়ে বিভ্রান্তিতে পড়েছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। বিদ্যালয়টি নিয়ে হাইকোর্টে রিট হয়েছে। ২০২২ সালে বিদ্যালয়টি এমপিওভূক্ত হয়। এমপিও ভূক্তির কারনে এখন দু গ্রামের মানুষের মাঝে শুরু হয়েছে শক্তির লড়াই।

তবে, মামলার কারনে এখন আটকে গেছে বিদ্যালয় দুটির সকল উন্নয়ন কার্যক্রম। বিদ্যালয় দুটি উপজেলার মোমিনপুর ও গোয়ালগ্রামে অবস্থিত।

একই নামে চরগোয়ালগ্রামে আরেকটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে মোমিনপুর গ্রামের সচেতন মানুষজন মানববন্ধনসহ বিভিন্ন দফতরে চিঠি পত্র দিয়েছে। এমজিজিএম বিদ্যালয়টি এমপিওভূক্ত হলেও আটকে গেছে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এমপিওভূক্তকরণ।

সূত্র মতে জানা গেছে, ১৯৯৯ সালে গাংনী উপজেলার মোমিনপুরে স্থাপিত হয় ‘এমজিজিএম মাধ্যমিক বিদ্যালয়।’ পাশাপাশি চারটি গ্রামের নামের প্রথম অক্ষর (মোমিনপুর, গোয়ালগ্রাম (পাড়) গোয়ালগ্রাম (চর), মোহাম্মদপুর) দিয়ে শুরু হয় বিদ্যালয়ের কার্যক্রম।

অবশেষে ২০২২ সালে বিদ্যালয়টি এমপিওভূক্ত হয়। ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনোয়ারুল হুদা ও কয়েকজন শিক্ষক মিলে বিদ্যালয়ের আইডি কোর্ড নং ব্যবহার করে মোমিনপুরের পরিবর্তে নিজ গ্রাম চরগোয়ালগ্রামে এসে একই নামে এমজিজিএম মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন ২০১৯ সালে।

২০২২ সালে এমপিওভূক্ত হওয়ায় ১৯৯৯ সালের প্রথম স্কুল মোমিনপুরের পরিবর্তে ঠিকানা পরিবর্তন করে চরগোয়ালগ্রামে স্থাপিত ২০১৯ সালের স্কুলটিকে এমপিওভূক্তর ঠিকানায় ব্যবহার করার চেষ্টা চলছে।

এ নিয়ে মোমিনপুর গ্রামের সাধারণ মানুষ ও শিক্ষক, শিক্ষার্থীরা মানববন্ধনসহ বিভিন্ন কর্মসূচি দিয়ে আন্দোলন করেছেন। তাদের দাবী

প্রথম স্কুলটি ১৯৯৯ সালে মোমিনপুরে স্থাপিত হয়। অনেক কষ্ট করে স্কুলটিকে এ পর্যন্ত আমরা চালিয়ে আসছি। অথচ, স্কুলের প্রধান শিক্ষক আনোয়ারুল হুদা নিয়ম বহির্ভূতভাবে মোমিনপুরের স্কুলটি উদ্যেশ্যে প্রনোদিতভাবে নিজ গ্রাম চরগোয়ালগ্রামে ২০১৯ সালে একই নামে স্থাপন করেন। ২২ সালে মোমিনপুর এমজিজিএম মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি এমপিওভূক্ত হলে প্রধান শিক্ষক আনোয়ারুল হুদা চরগোয়ালগ্রামে স্কুলটিকে এমপিওভূক্ত দেখানোর চেষ্টা করছেন।

স্বারক নং উমাশিঅ/গাংনী/মেহের/২০১৯/৫১৬ তারিখ, ০৭/০২/২০১৯ গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মীর হাবিবুল বাশার এমজিজিএম মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থানান্তর ও ভূঁয়া কমিটি গঠণ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন দাখিল করেন।

প্রতিবেদনে তিনি উল্লেখ করেন, গাংনী উপজেলাস্থ এমজিজিএম মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থানান্তর ও ভূঁয়া কমিটি গঠণ সংক্রান্ত অভিযোগের তদন্তের জন্য ০১/০১/২০১৯ খ্রীষ্টাব্দ তারিখে কথিত স্থানান্তরিত বিদ্যালয়টিতে সরেজমিনে যায়। বিদ্যালয়টিতে গিয়ে দেখা যায় একটি নির্মীয়মান টিন শেড ভবনের সামনে খোলা আকাশের নিচে কিছু শিক্ষার্থী বেঞ্চে উপবিষ্ট। এমজিজিএম বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষককে সেখানে দেখতে পাওয়া যায়। এবং সেখানে গ্রামের অনেক অভিভাবক, গণ্যমান্য মুরব্বি উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান শিক্ষকের নিকট বিদ্যালয়ের স্থানান্তরের বিষয় জানতে চাইলে তিনিসহ অন্যান্য শিক্ষকগণ জানান, মুল বিদ্যালয়টি মোমিনপুর গ্রামে ভৌগলীক অবস্থার কারনে শিক্ষার্থী সংকট হয় ফলে শিক্ষার্থীর অভাবে বিদ্যালয়টি ধ্বংসের মুখে। অন্যদিকে স্থানান্তরিত বিদ্যালয়টি জনবহল এলাকায় হওয়ায় শিক্ষার্থীর সংকট নেই। অতপর স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তির বক্তব্য শুনে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ত্যাগ করে অদুরে অবস্থিত মুল এমজিজিএম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যায়। সেখানে ছাত্র ছাত্রীসহ স্থানীয় অনেক অভিভাবক ও মুরব্বীগণ উপস্থিত ছিলেন। এলাকাবাসি এবং শিক্ষার্থীদের একটাই দাবী কোনো কিছুর বিনিময়ে তারা বিদ্যালয় স্থানান্তরের পক্ষে নয়। প্রয়োজনে তারা যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে রাজী।

গোয়ালগ্রামে স্থানান্তরিত প্রধান শিক্ষকের কাছে ভূঁয়া ম্যানেজিং কমিটি গঠণের ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি অকপটে স্বীকার করেন যে, ম্যানেজিং কমিটির কোনো সদস্যের কোনো সন্তান বিদ্যালয়ে অধ্যায়ন করেনা। ম্যানেজিং কমিটির বিপরীতে প্রদর্শিত শিক্ষার্থীরা

সম্পূর্ণ ভূঁয়া। এ সংক্রান্ত লিখিত প্রত্যায়পত্র ইতোপূর্বে প্রধান শিক্ষক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিয়েছেন। তার স্বীকারোক্তির সাথে প্রত্যয়নপত্রের বর্ণনার হুবুহু মিল রয়েছে। যেহেতু অনুমোদিত কমিটির সকল সদস্যই ভূঁয়া। সেহেতু এই জাতীয় কমিটি গঠণ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি সংক্রান্ত বিধিমালা ২০০৯ এর প্রবিধান-২ এর দফা (ক) এর উপদফা (খ) এর পরিপন্থী।

এই অবস্থায় মোমিনপুরে অবস্থিত প্রথম এমজিজিএম বিদ্যালয়টি এমপিওভূক্ত হিসেবে আইনগত সকল বিধি বিধান অনুযায়ী হওয়ার কথা থাকলেও নিজ গ্রামে স্থান পরিবর্তন করে প্রধান শিক্ষক আনোয়ারুল হুদা অবৈধ চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ জানান, দুই গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের ফলে একই নামে পৃথক দুটি বিদ্যালয় তৈরি করা হয়েছে। এমনকি বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। তিনি চেষ্টা করেও দুই প্রতিষ্ঠান এক করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

মেহেরপুর জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্বাছ উদ্দীন বলেন, আমি নতুন এসেছি। এখনও পুরো বিষয়টি বুঝে উঠতে পারিনি। আমি খোঁজ খবর নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবো। তবে, সমাধান না হওয়া পর্যন্ত ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষক এমপিও’র বেতন ভাতা দেওয়া হবেনা।

মেহেরপুরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ এবং বিজ্ঞান মেলার উদ্বোধন

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ এবং বিজ্ঞান মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে।গতকাল সোমবার সকাল ১০ টার দিকে মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় মিলনায়তনে এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ এবং বিজ্ঞান মেলার উদ্বোধন করা হয়।

সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এর ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক কাজী আনিসুজ্জামান সভাপতিত্বে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম ফিতা কেটে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ এবং বিজ্ঞান মেলার উদ্বোধন করেন।

মেলায় জেলার ৩টি উপজেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ১৬ টি স্টল স্থান পেয়েছে। পরে জেলা প্রশাসক মেলার স্টল পরিদর্শন করেন।

মেলার স্টল পরিদর্শন কালে অন্যান্যদের মধ্যে মেহেরপুর জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্বাস উদ্দিন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আজমল হোসেন, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট গোলাম রাব্বানী সোহেল, রিফাত জাহান, দেবাংশু বিশ্বাস, উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধন শেষে দুপুরের দিকে মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় মিলনায়তনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ এবং বিজ্ঞান মেলা উপলক্ষে “ইন্টারনেটে আসক্তির ক্ষতি ” শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলামের সভাপতিত্বে সেমিনারে(জুমের মাধ্যমে) প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন।

“ইন্টারনেটে আসক্তির ক্ষতি ” শীর্ষক সেমিনারে মূল প্রতিপাদ্যের উপর আলোচনা করেন মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের প্রভাষক নিষ্কৃতি মন্ডল।

সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর রফিকুল ইসলাম।

সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোছা: রনী খাতুনের সঞ্চালনায় সেমিনারের অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্বাস উদ্দিন, সহকারী পুলিশ সুপার ইমদাদ হোসেন বিপুল, মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এর ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক কাজী আনিসুজ্জামান প্রমূখ।